06 JUN 2026

ট্রাম্পের নতুন শুল্কের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন

রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের যেসব বাণিজ্য অংশীদার জোরপূর্বক শ্রম দমনে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের ওপর নতুন শুল্ক আরোপে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে হুমকি দিয়েছেন, তা আধুনিক দাসত্ব মোকাবিলায় খুব একটা কার্যকর হবে না। বরং এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, এমন মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়িক সংগঠন ও মানবাধিকার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন এই বাণিজ্য পদক্ষেপে ৬০টি দেশের পণ্যের ওপর ১০ থেকে সাড়ে ১২ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, এসব দেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) দপ্তরের এই পরিকল্পনা এসেছে 'সেকশন ৩০১' তদন্তের ভিত্তিতে, যা অনৈতিক বাণিজ্য চর্চা মোকাবিলার জন্য পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে ট্রাম্প তাঁর আগের জরুরি শুল্ক পুনর্বহালেরই চেষ্টা করছেন বলে মনে করা হচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গত ফেব্রুয়ারিতে বাতিল করে দেন।

তবে বাণিজ্য ও মানবাধিকার-বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থায় থাকা শিশুশ্রম, জোরপূর্বক শ্রম এবং অন্যান্য শোষণমূলক কর্মপরিবেশে বিরাজমান সমস্যার সমাধানে এ উদ্যোগের প্রভাব সীমিত হবে।

ডিজিটাল শিপমেন্ট যাচাই প্ল্যাটফর্ম পাবলিকানের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রাম বেন তসিয়োন বলেন, 'এই নতুন পদক্ষেপের মূল বিষয়টির সঙ্গে জোরপূর্বক শ্রমের খুব বেশি সম্পর্ক নেই। এটি মূলত শুল্ক আরোপের নতুন একটি যুক্তিমাত্র।'

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ বৈশ্বিক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে ২ কোটি ৭৬ লাখ মানুষ জোরপূর্বক শ্রমের শিকার, যা ২০১৬ সালের তুলনায় প্রায় ২৭ লাখ বেশি। এসব শ্রমের প্রায় অর্ধেকই বেসরকারি খাতের রপ্তানিমুখী শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদন, নির্মাণ, কৃষি ও মৎস্য এবং খনিশিল্প।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

ইউএসটিআরের প্রতিবেদনে ইইউর জোরপূর্বক শ্রমবিধির সমালোচনা করা হয়েছে। ২০২৭ সালের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এ বিধিমালা লঙ্ঘনের প্রমাণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মের তুলনায় আরও কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ইউরোপীয় কমিশন (ইসি) বলেছে, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। একই সঙ্গে তারা গত বছর ওয়াশিংটনের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যচুক্তির প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। ওই চুক্তির আওতায় অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ওয়াক ফ্রি বলেছে, নিজেদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার তুলনায় জোরপূর্বক শ্রম মোকাবিলায় জি-২০-ভুক্ত কোনো দেশই যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সংগঠনটির মতে, আধুনিক দাসত্বের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের একটি।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) উপমহাসচিব অ্যান্ড্রু উইলসন বলেন, শুল্ক আরোপের এই 'খামখেয়ালি' বা 'ইচ্ছামাফিক' ধরন উদ্বেগের কারণ। তিনি বলেন, 'যদি এই শুল্ক

শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, এসব দেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) দপ্তরের এই পরিকল্পনা এসেছে 'সেকশন ৩০১' তদন্তের ভিত্তিতে, যা অনৈতিক বাণিজ্য চর্চা মোকাবিলার জন্য পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে ট্রাম্প তাঁর আগের জরুরি শুল্ক পুনর্বহালেরই চেষ্টা করছেন বলে মনে করা হচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গত ফেব্রুয়ারিতে বাতিল করে দেন।

তবে বাণিজ্য ও মানবাধিকার-বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থায় থাকা শিশুশ্রম, জোরপূর্বক শ্রম এবং অন্যান্য শোষণমূলক কর্মপরিবেশে বিরাজমান সমস্যার সমাধানে এ উদ্যোগের প্রভাব সীমিত হবে।

ডিজিটাল শিপমেন্ট যাচাই প্ল্যাটফর্ম পাবলিকানের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রাম বেন তসিয়োন বলেন, 'এই নতুন পদক্ষেপের মূল বিষয়টির সঙ্গে জোরপূর্বক শ্রমের খুব বেশি সম্পর্ক নেই। এটি মূলত শুল্ক আরোপের নতুন একটি যুক্তিমাত্র।'

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ বৈশ্বিক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে ২ কোটি ৭৬ লাখ মানুষ জোরপূর্বক শ্রমের শিকার, যা ২০১৬ সালের তুলনায় প্রায় ২৭ লাখ বেশি। এসব শ্রমের প্রায় অর্ধেকই বেসরকারি খাতের রপ্তানিমুখী শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদন, নির্মাণ, কৃষি ও মৎস্য এবং খনিশিল্প।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

ইউএসটিআরের প্রতিবেদনে ইইউর জোরপূর্বক শ্রমবিধির সমালোচনা করা হয়েছে। ২০২৭ সালের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এ বিধিমালা লঙ্ঘনের প্রমাণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মের তুলনায় আরও কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ইউরোপীয় কমিশন (ইসি) বলেছে, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। একই সঙ্গে তারা গত বছর ওয়াশিংটনের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যচুক্তির প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। ওই চুক্তির আওতায় অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ওয়াক ফ্রি বলেছে, নিজেদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার তুলনায় জোরপূর্বক শ্রম মোকাবিলায় জি-২০-ভুক্ত কোনো দেশই যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সংগঠনটির মতে, আধুনিক দাসত্বের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের একটি।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) উপমহাসচিব অ্যান্ড্রু উইলসন বলেন, শুল্ক আরোপের এই 'খামখেয়ালি' বা 'ইচ্ছামাফিক' ধরন উদ্বেগের কারণ। তিনি বলেন, 'যদি এই শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্য আধুনিক দাসত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়, তাহলে এ পদক্ষেপের কোনো অর্থ হয় না।'

অ্যান্ড্রু উইলসন আরও বলেন, ইইউর পরিকল্পিত ব্যবস্থা কার্যকর হলে তা শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার চেয়ে আরও বিস্তৃত হবে। কারণ, এটি আমদানি, ইইউর ভেতরে বিক্রি হওয়া পণ্য এবং ইইউ থেকে রপ্তানি—সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

প্রথম আলো
'06 JUN 2026

বিধিনিষেধে ভারতে রপ্তানি কমেছে বাংলাদেশি পণ্যের

জুলাই-এপ্রিল ১০ মাস

এক বছর আগে স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে তিন দফায় বিধিনিষেধ দিয়েছে ভারত।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

ভারত সরকার এক বছর আগে বাংলাদেশের কিছু পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করে। শুরুতে এর তেমন প্রভাব দেখা না গেলেও পরে এসে দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি কমতে শুরু করে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশ কমেছে।

আলোচ্য সময়ে ভারতের বাজারে তৈরি পোশাক, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, কাঁচা পাট ও পাটপণ্য, চামড়াবিহীন জুতা এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে। তবে প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি সামান্য বেড়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে ১৪৬ কোটি ৫৮ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ১৫২ কোটি ৭৮ লাখ ডলারের পণ্য। সে হিসাবে রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ৪২ শতাংশ।

একাধিক রপ্তানিকারক বলেন, বিধিনিষেধ আরোপের পর ভারতে পণ্য রপ্তানির খরচ বেড়ে গেছে। এতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমেছে এবং রপ্তানিতেও প্রভাব পড়েছে। তাঁদের মতে, বর্তমান সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিধিনিষেধ শিথিলের উদ্যোগ নিলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

করোনার পর ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতীয় বাজারে ১৯৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। এরপর টানা দুই বছর রপ্তানি কমে। তবে গত অর্থবছরে ভারত ছিল বাংলাদেশের অষ্টম বৃহৎ রপ্তানি বাজার। ওই সময়ে দেশটিতে ১৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি।

গত এপ্রিলে বাংলাদেশ সরকার ভারত থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেয়। এরপর বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে তিন দফায় বিধিনিষেধ আরোপ করে ভারত। গত বছরের ১৭ মে ও ২৭ জুন পোশাক, খাদ্যপণ্য, পাটপণ্য, তুলা-সুতার বর্জ্য, প্লাস্টিক পণ্য ও কাঠের আসবাব রপ্তানিতে বিধিনিষেধ দেয় ভারত। পরে ১১ আগস্ট আরও কিছু পাটপণ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের পাটপণ্য আমদানির ওপর প্রতিকারমূলক শুল্ক আরোপের বিষয়ে তদন্তও শুরু করে ভারত।

বিধিনিষেধ অনুযায়ী, পাট ও পোশাকপণ্য বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে রপ্তানি করা যাবে না। এসব পণ্য শুধু দেশটির মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর দিয়ে রপ্তানি করতে হবে। অন্যদিকে খাদ্যপণ্য ও কোমল পানীয়, কাঠের আসবাব, তুলা-সুতার বর্জ্য এবং প্লাস্টিক পণ্য বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত স্থলবন্দরগুলো দিয়ে রপ্তানি করা যাবে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য মোস্তফা আবিদ খান মনে করেন, ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্যে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা মূলত রাজনৈতিক। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, বাংলাদেশ স্থলবন্দর দিয়ে

ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি

২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
১৫২.৭৮ কোটি ডলার	১৪৬.৫৮ কোটি ডলার

প্রবৃদ্ধি : **-৩.৪২%**

সূত্র : ইপিবি

কোন পণ্যের রপ্তানি কেমন

পণ্য	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
তৈরি পোশাক	৫৬.৩৭	৫০.১৬
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	১৮.২০	১৮.০৮
কাঁচা পাট ও পাটপণ্য	১৫.০৮	১১.৩৬
চামড়াবিহীন জুতা	১০.০৮	৮.৩২
চামড়া ও চামড়াপণ্য	৭.০১	৬.৭৪
প্লাস্টিক পণ্য	৫.০৭	৫.০৮

হিসাব জুলাই-এপ্রিল, রপ্তানি কোটি ডলারে

> **আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের সুযোগ রয়েছে এবং বিষয়টি খুব জটিল বলে মনে হয় না।**
>
> মোস্তফা আবিদ খান
> সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

ডলারের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ কম।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান *প্রথম আলো*কে বলেন, ভারতের বাজার অনেক বড়। এটি হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিধিনিষেধ শিথিল করতে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় সুতা আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়, এরপর ভারত বিধিনিষেধ আরোপ করে। তবে বর্তমানে সমুদ্রপথে ভারতীয় সুতা আসছে।

ভারতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ রপ্তানি পণ্য কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে এ খাতের পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১৮ কোটি ৮ লাখ ডলারের, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৬৬ শতাংশ কম।

একই সময় তৃতীয় বৃহৎ রপ্তানি পণ্য কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১১ কোটি ডলারের, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪ শতাংশ কম। আগের বছরের একই সময়ে এ রপ্তানি হয়েছিল ১৫ কোটি ডলারের পণ্য।

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান তাপস প্রামাণিক বলেন, পাটপণ্যের অন্যতম বড় বাজার ভারত। এই বাজারকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ভারতের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত সরকারের।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ভারত বৈশ্বিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে

এক বছর আগে স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে তিন দফায় বিধিনিষেধ দিয়েছে ভারত।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

ভারত সরকার এক বছর আগে বাংলাদেশের কিছু পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করে। শুরুতে এর তেমন প্রভাব দেখা না গেলেও পরে এসে দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি কমতে শুরু করে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশ কমেছে।

আলোচ্য সময়ে ভারতের বাজারে তৈরি পোশাক, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, কাঁচা পাট ও পাটপণ্য, চামড়াবিহীন জুতা এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে। তবে প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি সামান্য বেড়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে ১৪৬ কোটি ৫৮ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ১৫২ কোটি ৭৮ লাখ ডলারের পণ্য। সে হিসাবে রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ৪২ শতাংশ।

একাধিক রপ্তানিকারক বলেন, বিধিনিষেধ আরোপের পর ভারতে পণ্য রপ্তানির খরচ বেড়ে গেছে। এতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমেছে এবং রপ্তানিতেও প্রভাব পড়েছে। তাঁদের মতে, বর্তমান সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিধিনিষেধ শিথিলের উদ্যোগ নিলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

করোনার পর ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতীয় বাজারে ১৯৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। এরপর টানা দুই বছর রপ্তানি কমে। তবে গত অর্থবছরে ভারত ছিল বাংলাদেশের অষ্টম বৃহৎ রপ্তানি বাজার। ওই সময়ে দেশটিতে ১৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি।

গত এপ্রিলে বাংলাদেশ সরকার ভারত থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেয়। এরপর বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে তিন দফায় বিধিনিষেধ আরোপ করে ভারত। গত বছরের ১৭ মে ও ২৭ জুন পোশাক, খাদ্যপণ্য, পাটপণ্য, তুলা-সুতার বর্জ্য, প্লাস্টিক পণ্য ও কাঠের আসবাব রপ্তানিতে বিধিনিষেধ দেয় ভারত। পরে ১১ আগস্ট আরও কিছু পাটপণ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের পাটপণ্য আমদানির ওপর প্রতিকারমূলক শুল্ক আরোপের বিষয়ে তদন্তও শুরু করে ভারত।

বিধিনিষেধ অনুযায়ী, পাট ও পোশাকপণ্য বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে রপ্তানি করা যাবে না। এসব পণ্য শুধু দেশটির মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর দিয়ে রপ্তানি করতে হবে। অন্যদিকে খাদ্যপণ্য ও কোমল পানীয়, কাঠের আসবাব, তুলা-সুতার বর্জ্য এবং প্লাস্টিক পণ্য বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত স্থলবন্দরগুলো দিয়ে রপ্তানি করা যাবে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য মোস্তফা আবিদ খান মনে করেন, ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্যে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা মূলত রাজনৈতিক। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশ স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় সুতা আমদানি বন্ধ করার পরই ভারত বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে। ফলে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের সুযোগ রয়েছে এবং বিষয়টি খুব জটিল বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় তৈরি পোশাক। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে ৫০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের ৫৬ কোটি ডলারের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ কম।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান *প্রথম আলোকে* বলেন, ভারতের বাজার অনেক বড়। এটি হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিধিনিষেধ শিথিল করতে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় সুতা আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়, এরপর ভারত বিধিনিষেধ আরোপ করে। তবে বর্তমানে সমুদ্রপথে ভারতীয় সুতা আসছে।

ভারতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ রপ্তানি পণ্য কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে এ খাতের পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১৮ কোটি ৮ লাখ ডলারের, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৬৬ শতাংশ কম।

একই সময় তৃতীয় বৃহৎ রপ্তানি পণ্য কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১১ কোটি ডলারের, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪ শতাংশ কম। আগের বছরের একই সময়ে এ রপ্তানি হয়েছিল ১৫ কোটি ডলারের পণ্য।

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান তাপস প্রামাণিক বলেন, পাটপণ্যের অন্যতম বড় বাজার ভারত। এই বাজারকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ভারতের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত সরকারের।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ভারত বৈশ্বিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে দেশটির মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি (এফটিএ) চূড়ান্ত হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এফটিএ আলোচনা চলছে। ফলে ভবিষ্যতে ভারতের বাণিজ্য আরও বাড়বে এবং সেখানে বাংলাদেশের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ থাকবে। তাঁর মতে, এ পরিস্থিতিতে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বিশেষ উদ্যোগ দরকার। প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা হলে দ্রুত সমাধান আসতে পারে।

পণ্য রপ্তানি

২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
১৫২.৭৮ কোটি ডলার	১৪৬.৫৮ কোটি ডলার

প্রবৃদ্ধি : -৩.৪২%

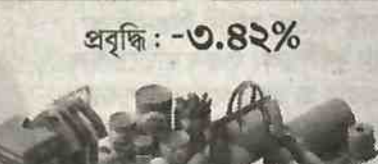

সূত্র : ইপিবি

কোন পণ্যের রপ্তানি কেমন

পণ্য	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
তৈরি পোশাক	৫৬.৩৭	৫০.১৬
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	১৮.২০	১৮.০৮
কাঁচা পাট ও পাটপণ্য	১৫.০৮	১১.৩৬
চামড়াবিহীন জুতা	১০.০৮	৮.৩২
চামড়া ও চামড়াপণ্য	৭.০১	৬.৭৪
প্লাস্টিক পণ্য	৫.০৭	৫.০৮

হিসাব জুলাই-এপ্রিল, রপ্তানি কোটি ডলারে

> **আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের সুযোগ রয়েছে এবং বিষয়টি খুব জটিল বলে মনে হয় না।**
>
> মোস্তফা আবিদ খান
> সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা

The Financial Express
06 JUN 2026

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan speaks at a joint press conference with his Bangladesh counterpart Dr Khalilur Rahman in the city on Friday. —bdnews24.com

Bangladesh-Türkiye talks on cooperation

FTA, investment in textiles, defence industry figure high

FE REPORT

Dhaka offers spl economic zone for Turkish investors

MoU on cultural cooperation signed

Bangladesh and Türkiye intensify efforts to deepen economic and strategic ties with focus on a possible free-trade agreement, increased Turkish investment in sectors like defence industry and textiles.

The accord featured talks between the foreign ministers of the two countries in Dhaka on Friday.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, who arrived in Dhaka on Thursday night, had bilateral talks with Bangladesh's Foreign Minister, Dr Khalilur Rahman, on Friday.

Both the ministers addressed a joint press conference after the meeting, briefing what transpired at the talks.

The meeting underscored a growing momentum in relations between the two countries, which have sought to broaden cooperation beyond traditional diplomatic engagement into trade, investment, technology transfer and regional security.

"We discussed the possibility of a Free-Trade Agreement and, alternatively, a Preferential Trade Agreement," Rahman said, describing economic cooperation as a key pillar of Bangladesh's foreign policy under the government of Prime Minister Tarique Rahman.

The host foreign minister said both sides agreed that bilateral trade remained well below its potential despite steady growth in recent years. Current annual trade stands at approximately $1.3 billion, and both governments expressed a desire to raise that figure to $2.0 billion.

As part of that effort, Dhaka invited Turkish businesses to invest in Bangladesh's private and special economic zones and offered support for establishing a dedicated Turkish special economic zone in the country.

Rahman highlighted numerous sectors like textiles and apparel, defence manufacturing,

diversify their partnerships amid shifting regional and global dynamics.

"We are continuing our efforts to deepen our long-standing partnership across a broad spectrum and elevate it to a much stronger and more visionary level on solid foundations," says the Turkish foreign minister.

The visit takes place amid a series of high-level exchanges between Dhaka and Ankara.

Rahman travelled to Türkiye in March on his first bilateral foreign visit after assuming office and later attended the Antalya Diplomacy Forum. Officials from both countries have described the growing frequency of ministerial visits as evidence of a shared commitment to strengthening ties.

Bangladesh also sought greater cooperation from Turkish institutions, including the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), to facilitate investment, industrial partnerships and technology transfer.

Among the proposals raised during the talks is the establishment of an international-standard hospital and nursing institute in Dhaka with Turkish support. Bangladesh indicated that it would be willing to provide land or infrastructure on concessional terms

Alongside economic issues, the ministers discussed regional and global developments, including the Rohingya crisis, conflicts in the Middle East and cooperation within international organisations.

Fidan praised Bangladesh's hosting of more than one million Rohingya refugees, describing it as a "historic sacrifice on behalf of all humanity".

He reaffirmed Türkiye's support for safe, voluntary and dignified repatriation of the displaced population to Myanmar and later travelled with Rahman to Cox's Bazar to visit refugee camps and Turkish-supported humanitarian facilities.

The Turkish minister also congratulated Rahman on his recent election as president of the 81st session of the United Nations General Assembly, calling it a reflection of the international community's respect for Bangladesh and expressing confidence that he would contribute significantly to global peace and stability.

The talks conclude with the signing of a memorandum of understanding on cooperation in cultural heritage protection,

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan speaks at a joint press conference with his Bangladesh counterpart Dr Khalilur Rahman in the city on Friday. —bdnews24.com

Bangladesh-Türkiye talks on cooperation

FTA, investment in textiles, defence industry figure high

FE REPORT

Dhaka offers spl economic zone for Turkish investors

MoU on cultural cooperation signed

Bangladesh and Türkiye intensify efforts to deepen economic and strategic ties with focus on a possible free-trade agreement, increased Turkish investment in sectors like defence industry and textiles.

The accord featured talks between the foreign ministers of the two countries in Dhaka on Friday.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, who arrived in Dhaka on Thursday night, had bilateral talks with Bangladesh's Foreign Minister, Dr Khalilur Rahman, on Friday.

Both the ministers addressed a joint press conference after the meeting, briefing what transpired at the talks.

The meeting underscored a growing momentum in relations between the two countries, which have sought to broaden cooperation beyond traditional diplomatic engagement into trade, investment, technology transfer and regional security.

"We discussed the possibility of a Free-Trade Agreement and, alternatively, a Preferential Trade Agreement," Rahman said, describing economic cooperation as a key pillar of Bangladesh's foreign policy under the government of Prime Minister Tarique Rahman.

The host foreign minister said both sides agreed that bilateral trade remained well below its potential despite steady growth in recent years. Current annual trade stands at approximately $1.3 billion, and both governments expressed a desire to raise that figure to $2.0 billion.

As part of that effort, Dhaka invited Turkish businesses to invest in Bangladesh's private and special economic zones and offered support for establishing a dedicated Turkish special economic zone in the country.

Rahman highlighted numerous sectors like textiles and apparel, defence manufacturing, shipbuilding, pharmaceuticals, infrastructure, renewable energy, information technology and smart technologies as areas where Turkish investment could play a transformative role.

The emphasis on defence cooperation reflected a broader strategic convergence between the two countries. Fidan notes that there are significant opportunities to enhance collaboration in multiple sectors, "particularly in the defence industry", as both sides seek to diversify their partnerships amid shifting regional and global dynamics.

"We are continuing our efforts to deepen our long-standing partnership across a broad spectrum and elevate it to a much stronger and more visionary level on solid foundations," says the Turkish foreign minister.

The visit takes place amid a series of high-level exchanges between Dhaka and Ankara. Rahman travelled to Türkiye in March on his first bilateral foreign visit after assuming office and later attended the Antalya Diplomacy Forum. Officials from both countries have described the growing frequency of ministerial visits as evidence of a shared commitment to strengthening ties.

Bangladesh also sought greater cooperation from Turkish institutions, including the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), to facilitate investment, industrial partnerships and technology transfer.

Among the proposals raised during the talks is the establishment of an international-standard hospital and nursing institute in Dhaka with Turkish support. Bangladesh indicated that it would be willing to provide land or infrastructure on concessional terms for such a project.

The two sides also discussed expanding educational cooperation. Rahman requested additional scholarships for Bangladeshi students and called for easier visa procedures to facilitate people-to-people exchanges, tourism, business travel and academic collaboration. Around 3,000 Bangladeshi nationals currently reside in Türkiye, the majority of them students.

Alongside economic issues, the ministers discussed regional and global developments, including the Rohingya crisis, conflicts in the Middle East and cooperation within international organisations.

Fidan praised Bangladesh's hosting of more than one million Rohingya refugees, describing it as a "historic sacrifice on behalf of all humanity".

He reaffirmed Türkiye's support for safe, voluntary and dignified repatriation of the displaced population to Myanmar and later travelled with Rahman to Cox's Bazar to visit refugee camps and Turkish-supported humanitarian facilities.

The Turkish minister also congratulated Rahman on his recent election as president of the 81st session of the United Nations General Assembly, calling it a reflection of the international community's respect for Bangladesh and expressing confidence that he would contribute significantly to global peace and stability.

The talks conclude with the signing of a memorandum of understanding on cooperation in cultural heritage protection, signalling the two countries' intention to expand collaboration beyond economics and diplomacy into cultural and educational fields.

Officials from both sides said the discussions reflected a shared ambition to elevate Bangladesh-Türkiye relations to a more strategic level, with trade, investment and defence cooperation emerging as the principal drivers of the partnership's next phase.

mirmostafiz@yahoo.com

The Business Standard

06 JUN 2026

Bangladesh, Türkiye eye deeper defence, economic pacts

DIPLOMACY – DHAKA

TBS REPORT

Bangladesh and Türkiye have agreed to deepen cooperation across multiple sectors, with special emphasis on expanding collaboration in the defence industry alongside trade, investment, and economic partnership

Foreign Minister Khalilur Rahman yesterday said Bangladesh will continue to play its role in maintaining peace and stability globally, as both countries explored ways to strengthen strategic and economic ties, reports UNB.

He made the remarks at a joint press briefing with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan at a city hotel following their bilateral meeting. Alongside broader economic issues, discussions placed particular emphasis on defence industry cooperation, with both sides exploring opportunities to expand collaboration in military technology and defence production, media reports. Bangladesh and Türkiye have already expanded defence cooperation in recent years, including procurement of the TRG-300 multiple launch rocket system and Bayraktar TB2 drones from Türkiye.

Analysts say the growing focus on the defence sector reflects Türkiye's rapid expansion in global defence manufacturing, including drones and other advanced systems, and Bangladesh's interest in enhancing its own capabilities. The two countries also discussed issues including the Rohingya crisis, a Free Trade Agreement, and a Preferential Trade Arrangement. Bangladesh also proposed a dedicated special economic zone for Turkish investment.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said his country is working to take relations with Bangladesh to a higher level and expressed support for the voluntary and dignified return of Rohingya refugees to Myanmar. He described Bangladesh's efforts in addressing the Rohingya crisis as a "historical sacrifice".

Fidan is currently on a two-day visit to Dhaka at the invitation of his Bangladeshi counterpart.

During his stay, he is scheduled to meet Prime Minister Tarique Rahman and visit Rohingya camps in Cox's Bazar. He will also inspect humanitarian projects implemented by Turkish agencies, including the Turkish Cooperation and Coordination Agency, the Disaster and Emergency Management Authority, the Turkish Red Crescent, the Turkish Diyanet Foundation, and Türkiye's Ministry of Health, as well as the Turkish Field Hospital operating in the camps.

The Business Standard
06 JUN 2026

Not for shopping: Alibaba bets on Bangladesh as sourcing hub, links exporters to buyers

BUSINESS - BANGLADESH

ABBAS UDDIN NOYON

Bangladeshi suppliers generate $10m in export through Alibaba last year

Many Bangladeshis know Alibaba Group as a giant Chinese shopping platform similar to Amazon or AliExpress. So, when they learn that Alibaba already has a growing business in Bangladesh and they visit its website to order products, they are surprised – they find they cannot shop here!

Most products – clothes, electronics or household products – on Alibaba.com are sold in bulk for wholesale buyers, importers, and international sourcing companies.

Instead of online shopping for local buyers, Alibaba connects Bangladeshi factories and suppliers with overseas buyers in more than 190 countries through its global B2B platform.

Company officials said Bangladeshi suppliers generated around $10 million in export business through Alibaba.com last year, selling products ranging from garments and home textiles to jute goods, leather items and agro-products.

The platform currently works with more than 300 Bangladeshi suppliers through four local channel partners.

The Business Standard

06 JUN 2026

Unlike traditional e-commerce marketplaces, Alibaba.com does not operate warehouses, delivery networks or local shopping services in Bangladesh.

"Bangladesh is primarily a strategic global sourcing hub for Alibaba.com," Wang Qiling Vania, senior channel operation specialist at Alibaba International, told The Business Standard.

The company operates through a "platform-plus-local-partner" model. Alibaba.com provides the digital platform and global buyer network, while local partners handle exporter onboarding, training and support.

Company officials said their local partners include Tradeshi, Meidao, Skytech, and Maximo. Through the platform, Bangladeshi exporters can create online storefronts, display products in multiple languages, receive buyer inquiries and bid for international orders using Alibaba's "Request for Quotation (RFQ)" system.

The company also provides training on digital exports, product presentation, buyer communication and online sales strategies.

Despite its growing activities in Bangladesh, Alibaba.com said it has no immediate plans to launch consumer shopping, delivery services or logistics hubs in the country.

Instead, the company is considering a small representative office in Dhaka to strengthen relations with businesses, trade bodies and policymakers.

"Our investment is mainly human and technological, not infrastructure-heavy," Wang said.

Globally, Alibaba.com is one of the world's largest B2B sourcing platforms and competes with wholesale marketplaces such as Amazon Business and IndiaMART. The company sees Bangladesh as an important sourcing destination because of its strong manufacturing sector and competitive production costs. However, officials believe the country still lags behind regional competitors in digital exports.

Regulations, banking procedures major challenges

Sonobar Maira, domestic channel manager for Bangladesh at Alibaba International, said Bangladesh's B2B e-export penetration remains below 15%, compared to over 30% in Vietnam and India.

She said foreign exchange regulations and banking procedures are major challenges for small exporters in Bangladesh. "Payment confirmation delays and outdated banking systems often create difficulties for SMEs handling smaller export transactions."

To address the issue, Maira said it is piloting localised payment solutions and discussing partnerships with banks and fintech firms, including bKash.

The initiative aims to simplify cross-border settlements and improve transaction efficiency, especially for small export orders below $1,000, she added.

"We are piloting localised payment solutions in Bangladesh to address foreign exchange and settlement delays," she further said. "The initiative is aimed at strengthening its Trade Assurance services and supporting smaller exporters, subject to regulatory approval."

Long-term goal

Sonobar Maira also reiterated Alibaba's long-term goal of helping more than 1,000 Bangladeshi exporters become digitally active in global markets over the next three years.

The company has recently expanded partnerships with several Bangladeshi business associations, including the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry and the Bangladesh Garment Buying House Association, Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association ETC. The collaborations include exporter training programmes, onboarding support and buyer matchmaking events.

Maira said digital sourcing platforms are becoming increasingly important as global buyers diversify sourcing destinations and rely more heavily on online procurement systems.

She also warned that Banglade need faster foreign exchange a als, clearer digital trade regulatio more efficient export payment s to fully benefit from the rapidly g global digital commerce market.

The Business Standard

06 JUN 2026

Signs global trade in goods is starting to slow, WTO says

TRADE - WORLD

REUTERS

The World Trade Organization said on Friday there were signs global merchandise trade growth may be starting to slow, though it had shown resilience in the first half of 2026 in the face of widespread disruption sparked by the Middle East conflict.

The negative impact of the conflict may have been partly offset by surging demand for electronic components related to AI, according to the WTO Goods Trade Barometer report.

The WTO barometer predicts trade developments two to three months ahead. Barometer values greater than 100 suggest trade is growing faster than usual, or is likely to do so soon, while below 100 indicates trade is weaker than usual or is expected to weaken soon.

The barometer index reading fell from 102.3 in January to 101.7, suggesting that merchandise trade growth may be starting to slow. The index, however, is above its baseline value of 100, indicating that the volume of trade remains above trend.

In March this year the WTO said growth in world trade in goods would slow down markedly to 1.9% in 2026 from 4.6% in 2025 and could decelerate even more if the Middle East war continued to push energy prices higher and disrupt global transport.

The electronic components index showed a rise firmly above trend at 105.5, while the agricultural raw materials index was slightly below trend. Air freight and container shipping were growing at a slower rate than a few months ago, but were still above trend at 102.2 and 102.4 respectively.

"On balance, the indices show signs of resilience, signalling relatively stable global merchandise trade growth," the report said.

WTO signals global merchandise trade growth may be slowing

Trade remains above trend despite Middle East disruptions

AI-driven electronics demand helps offset conflict-related impacts

Shipping and air freight growth stays above trend

Nevian's Canada export opens a new horizon for pharma industry: MD

Nevian Lifesciences – a pharmaceutical manufacturer in Bangladesh – recently began exporting medicines to Canada. In an interview with ***The Business Standard's Tawsia Tajmim****, Nevian's Managing Director* ***Musawath Shams Zahedee*** *discussed the unique export model behind this achievement and the future potential of Bangladesh's pharmaceutical industry.*

The Business Standard
06 JUN 2026

TBS INTERVIEW

Nevian has recently started exporting medicines to Canada in partnership with Switzerland-based Sandoz. Why is this achievement considered so significant?

This achievement is significant in many ways. First, Canada is one of the world's most strictly regulated pharmaceutical markets. To export medicines there, a company must maintain stringent quality control and international-standard manufacturing capabilities.

What makes this achievement especially meaningful is our completely new export model – a multi-country collaboration with Swiss pharma giant Sandoz. Nevian manufactured the medicines in Bangladesh under contract manufacturing order from Sandoz AG, Switzerland for Sandoz Canada inc. This is the first time Bangladesh has exported medicines to a North American market through such a partnership with the world's number one generic pharmaceutical company.

Is it a potential game changer for Bangladesh's pharmaceutical exports?

I believe that possibility certainly exists. Bangladesh has already proven its ability to manufacture quality medicines at competitive costs. However, until now, most of our pharmaceutical exports have focused on semi-regulated or developing markets. If Bangladesh truly wants to transform its pharmaceutical sector, we must establish a presence in highly regulated first world countries. In this regard, Nevian's approach – exporting medicines through contract manufacturing and multinational partnerships – could be one of the most effective pathways.

How does Nevian's export model differ from the conventional approach? Why do you believe this model holds greater potential?

In the conventional export model. Bangladeshi pharmaceutical companies manufacture their own brands and try to market them abroad through local distributors. However, activities such as market development and brand building in international markets are difficult for Bangladeshi companies or their relatively small overseas distribution partners to execute effectively. As a result, both the number of export destinations and export revenues remain limited.

On the other hand, established multinational companies already possess strong market penetration, distribution networks, and brand-building capabilities. Contract manufacturing for such companies can open doors for Bangladeshi manufacturers in many global markets. Nevian's export initiative to Canada is one such example, involving developed markets

... from Novartis Bangladesh, are you able to maintain the same "Swiss-quality"?

The answer is reflected in the success itself – Nevian is exporting medicines to Canada on behalf of Sandoz which is the world's largest generic pharmaceutical company. Although the Nevian name is new, the company carries nearly five decades of Swiss multinational heritage in Bangladesh. The company began operations in 1973 as Ciba-Geigy Bangladesh, later becoming Novartis Bangladesh following the global merger with Sandoz.

In 2025, upon handover of majority stake, the company was renamed as Nevian. Despite the name change, we continue to manufacture Novartis' globally trusted medicines under license for Bangladeshi patients in the same brand names, using the same formulations and same processes at the same European Union GMP and ANVISA certified manu...

... tems, and skills. Building trust in international markets is difficult but sustaining that trust is even harder. Companies must continually improve in areas such as quality assurance, data integrity, compliance, and documentation to meet increasingly stringent standards.

This requires regular investment in upgrading technology, processes, and human resources, along with patience because returns from export investments in this industry are often quite slow. If local manufacturers can operate sustainability in the domestic market through rational price adjustments in line with inflation, they will be better positioned to invest further in keeping quality compliance up to date. This would not only enhance export potential but also ensure that Bangladeshi patients gain access to the highest quality medicines.

Do you believe Bangladesh ...

... turing partner for highly regulated international markets. To achieve this, Bangladesh must further strengthen regulatory compliance, increase the number of internationally accredited manufacturing facilities, invest in advanced pharmaceutical technologies including biologics, and deepen multinational partnerships.

If industry stakeholders and policymakers continue to work in the right direction together, the pharmaceutical industry can become the true driver of Bangladesh's export diversification in the future.

What message would you like to give to international partners through this achievement?

My message is very clear: Bangladesh is no longer merely a story of potential – it is now an example of proven ability. We can manufacture according to international standards, meet the most stringent regulatory requirements and become

TBS INTERVIEW

Nevian has recently started exporting medicines to Canada in partnership with Switzerland-based Sandoz. Why is this achievement considered so significant?

This achievement is significant in many ways. First, Canada is one of the world's most strictly regulated pharmaceutical markets. To export medicines there, a company must maintain stringent quality control and international-standard manufacturing capabilities.

What makes this achievement especially meaningful is our completely new export model – a multi-country collaboration with Swiss pharma giant Sandoz. Nevian manufactured the medicines in Bangladesh under contract manufacturing order from Sandoz AG, Switzerland for Sandoz Canada inc. This is the first time Bangladesh has exported medicines to a North American market through such a partnership with the world's number one generic pharmaceutical company.

Is it a potential game changer for Bangladesh's pharmaceutical exports?

I believe that possibility certainly exists. Bangladesh has already proven its ability to manufacture quality medicines at competitive costs. However, until now, most of our pharmaceutical exports have focused on semi-regulated or developing markets. If Bangladesh truly wants to transform its pharmaceutical sector, we must establish a presence in highly regulated first world countries. In this regard, Nevian's approach – exporting medicines through contract manufacturing and multinational partnerships – could be one of the most effective pathways.

How does Nevian's export model differ from the conventional approach? Why do you believe this model holds greater potential?

In the conventional export model. Bangladeshi pharmaceutical companies manufacture their own brands and try to market them abroad through local distributors. However, activities such as market development and brand building in international markets are difficult for Bangladeshi companies or their relatively small overseas distribution partners to execute effectively. As a result, both the number of export destinations and export revenues remain limited.

On the other hand, established multinational companies already possess strong market penetration, distribution networks, and brand-building capabilities. Contract manufacturing for such companies can open doors for Bangladeshi manufacturers in many global markets. Nevian's export initiative to Canada is one such example, involving developed markets across Asia as well as North and South America. If this model can be replicated and scaled up, Bangladeshi pharmaceutical companies may eventually achieve large-scale exports to developed countries — much like what Bangladesh accomplished in the readymade garments industry.

How much of this achievement could be attributed to Nevian's Swiss heritage? After the transformation from Novartis Bangladesh, are you able to maintain the same "Swiss-quality"?

The answer is reflected in the success itself – Nevian is exporting medicines to Canada on behalf of Sandoz which is the world's largest generic pharmaceutical company. Although the Nevian name is new, the company carries nearly five decades of Swiss multinational heritage in Bangladesh. The company began operations in 1973 as Ciba-Geigy Bangladesh, later becoming Novartis Bangladesh following the global merger with Sandoz.

In 2025, upon handover of majority stake, the company was renamed as Nevian. Despite the name change, we continue to manufacture Novartis' globally trusted medicines under license for Bangladeshi patients in the same brand names, using the same formulations and same processes at the same European Union GMP and ANVISA-certified manufacturing facilities. That uncompromising 'Swiss' outlook to quality and capabilities of the international standard enabled Nevian to become part of Sandoz's global supply chain.

What is the biggest challenge in maintaining such international standards?

Maintaining international standards is a continuous process. It is not only about hi-tech machinery – rather more about the quality culture, systems, and skills. Building trust in international markets is difficult but sustaining that trust is even harder. Companies must continually improve in areas such as quality assurance, data integrity, compliance, and documentation to meet increasingly stringent standards.

This requires regular investment in upgrading technology, processes, and human resources, along with patience because returns from export investments in this industry are often quite slow. If local manufacturers can operate sustainability in the domestic market through rational price adjustments in line with inflation, they will be better positioned to invest further in keeping quality compliance up to date. This would not only enhance export potential but also ensure that Bangladeshi patients gain access to the highest quality medicines.

Do you believe Bangladesh can become an international pharmaceutical manufacturing hub in the future?

Yes, I strongly believe Bangladesh has tremendous long-term potential in this regard. The country's pharmaceutical industry has already reached maturity, with skilled human resources, competitive manufacturing costs, and steadily growing technological capabilities. As a country, our objective should be positioning Bangladesh as a reliable manufacturing partner for highly regulated international markets. To achieve this, Bangladesh must further strengthen regulatory compliance, increase the number of internationally accredited manufacturing facilities, invest in advanced pharmaceutical technologies including biologics, and deepen multinational partnerships.

If industry stakeholders and policymakers continue to work in the right direction together, the pharmaceutical industry can become the true driver of Bangladesh's export diversification in the future.

What message would you like to give to international partners through this achievement?

My message is very clear: Bangladesh is no longer merely a story of potential – it is now an example of proven ability. We can manufacture according to international standards, meet the most stringent regulatory requirements, and become reliable long-term partners. I believe more multinational companies will increasingly view Bangladesh not only as a market, but also as a strategic manufacturing and supply hub.

What are your future export plans?

Our vision is to expand into all regulated and semi-regulated markets globally – wherever there is a need for quality medicines at reasonable prices.